186

ভোরের কাগজ

তারিখ 29 NOV 1997
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

কুমিল্লা বোর্ডে পরীক্ষা দুর্নীতি তদন্ত রিপোর্ট

ফরম ফি ছাড়াই পরীক্ষায় হাজির, আবার বৈধ পরীক্ষার্থীদের ফলাফল স্থগিত

ইব্রাহিম আজাদ : কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে ১৯৯৭ সালের এইচএসসির বিপুল সংখ্যক বৈধ পরীক্ষার্থীর ফলও স্থগিত রাখে। এক্ষেত্রে বোর্ডের চেয়ারম্যানের তৎপরতাও রহস্যজনক। অপরদিকে খোদ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অনুমোদনে এন্ট্রি ফরম পূরণ না করেও পরীক্ষার ফিস জমা না দিয়ে দুই পরীক্ষার্থীর পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ঘটনাও ঘটেছে। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের সর্বশেষ এইচএসসি পরীক্ষায় অবৈধ পরীক্ষার্থীদের ফল বাতিলের প্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টে এসব চরম দায়িত্বহীনতার তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে তদন্ত রিপোর্টে দুই ধরনের গুরুতর অপরাধের জন্য ১৭৯ জন পরীক্ষার্থীর ফল বাতিলের সিদ্ধান্ত বহাল রাখার সুপারিশ করা হয়। এদের মধ্যে ৩৪ জন একাধিক বছরের বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থী যারা অবৈধভাবে ১৯৯৭ সালের পরীক্ষায় অংশ নেয় বহিষ্কারের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই। অপর ১৪৫ জন পরীক্ষার্থী অন্যের রেজিস্ট্রেশন কার্ডে নিজের ও পিতার নাম বসিয়ে অবৈধভাবে পরীক্ষায় অংশ নেয়। উল্লেখ্য, স্থগিত মোট ৪ হাজার ৮১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে শুধু কলেজ পরিবর্তনকারী বাকি ৩ হাজার ৮০২ জন পরীক্ষার্থীর ব্যাপারে নমনীয় তথা ফল প্রকাশের সুপারিশ করা হয়।

তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, কম্পিউটার কেন্দ্রে অবৈধ পরীক্ষার্থী হিসেবে শনাক্তকৃত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২ হাজার ৫৪ জন। এদের মধ্যে চৌয়ারা আদর্শ ডিগ্রি কলেজ, গুণবতী কলেজ, নাঙ্গলকোর্ট হাসান মেমোরিয়েল কলেজ এবং লালমাই কলেজ– এ ৪টি কলেজের অবৈধ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ৫৮৩ জন। এ তথ্য কম্পিউটার কেন্দ্র থেকে বোর্ডে পাঠানোর পর বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে একাধিক টেলিফোন ও বেনামি আবেদনপত্রে বলা হয়, ঐ চার কলেজের মতো অবৈধ পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ আরো যেসব কলেজ দিয়ে থাকে তাদেরকেও ধরা হোক। এতে বোর্ড কর্তৃপক্ষ কোন বিচার বিবেচনা ছাড়াই মোটা দাগের অন্যায়কারী উল্লিখিত ৪টি কলেজসহ অজিতগুহ কলেজ, চান্দিনা রেদওয়ান আহমদ কলেজ, কসবা টি আলী কলেজ, কাজী নোমান আহমদ কলেজ, চারগাছ এ এন ভুঁইয়া কলেজ– মোট ৯টি কলেজের অতিরিক্ত ৩ হাজার ৫৬৫ জন পরক্ষর্থীর রেকর্ডপত্র যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত নেয় এবং কলেজগুলোকে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের রেকর্ডপত্র পাঠানোর নির্দেশ দেয়। কিন্তু কলেজগুলো এতে সাড়া দেয়নি। ইতিমধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দিন সমাগত হওয়ায় (১১ সেপ্টম্বর ফলাফল প্রকাশ করা হয়) কম্পিউটার কেন্দ্রের প্রেরিত ২ হাজার ৫৪ জনের সঙ্গে বোর্ডের শনাক্তকৃত ৩ হাজার ৫৬৫ জন মোট ৫ হাজার ৬১৯ জন পরীক্ষার্থীর ফল প্রকাশ স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু এদের মধ্যে থেকে পরবর্তীকালে প্রথম দফায় অজিতগুহ কলেজ ৫৪৭ জন এবং পরবর্তী সময়ে অন্যান্য কলেজের আরো ৮৯৮ জন স্থগিত পরীক্ষার্থীর ফল প্রকাশ করা হয়। যারা ছিল প্রকৃতপক্ষে বৈধ পরীক্ষার্থী। এ ঘটনায় প্রমাণিত হয় বোর্ড কর্তৃপক্ষ নিজ উদ্যোগে অসংখ্য বৈধ পরীক্ষার্থীর ফল স্থগিত ঘোষণা করে কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়েছে।

রিপোর্টে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয়, কম্পিউটার কেন্দ্র থেকে ২২ এপ্রিল অবৈধ পরীক্ষার্থীদের সম্পর্কে প্রিন্ট আউট পাওয়ার পর বোর্ডের চেয়ারম্যান ২৯ এপ্রিল ৫ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। কমিটির আহ্বায়ক কলেজ পরিদর্শক আ. সালাম।

বোর্ডের এই তদন্ত কমিটি বার বার তাগদা দেওয়া সত্ত্বেও অভিযুক্ত পরিক্ষার্থীদের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কলেজগুলো কোন তথ্য প্রদান করেনি। ফলে তদন্ত কমিটি বেশি অনিয়মের দায়ে অভিযুক্ত তিনটি কলেজে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে সরজমিনে তদন্ত চালাতে লিখিতভাবে অনুমতি চাইলে চেয়ারম্যান তা না দিয়ে বলেন, দেখি অন্যভাবে কিছু করা যায় কিনা।

এরপর ২ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর ২৬ জুন বোর্ডের চেয়ারম্যান নোট শিটে স্বহস্তে লিখিত এক আদেশে বোর্ডের অডিট অফিসার হারুনুর রশীদকে কম্পিউটার কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত প্রিন্ট আউটে অবৈধ পরীক্ষার্থীদের রেকর্ডপত্র যাচাইয়ের নির্দেশ দেন। এতে হারুনুর রশীদ চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে সুখময় দাশ নামে একজন সহকারীকে নিয়ে যাচাইয়ের কাজ শুরু করেন। আর তারই শনাক্তকৃত তথ্য অনুযায়ী শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ নিজ উদ্যোগে ঐ বিপুল সংখ্যক বৈধ পরীক্ষার্থীর ফলাফল স্থগিত রাখে। পরে আবার তারই সুপারিশে শত শত পরীক্ষার্থীর স্থগিত ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এ বিষয়ে চেয়ারম্যানের গঠন করে দেয়া ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটির মতামত গ্রহণ করা হয়নি। এই তদন্ত কমিটিকে বাতিলও করা হয়নি। এ অবস্থায় মূল কমিটিকে পাশ কাটিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টার উদ্যোগ বোধগম্য নয় বলেও তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

তদন্ত রিপোর্টে বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সমালোচনা করে বলা হয়, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ইংরেজী প্রথম পত্রের দিন সকাল সাড়ে ৮টায় ঢাকার মিরপুর সরকারি বাংলা কলেজের গণিত বিভাগের জনৈক প্রভাষক পেয়ার আহমদ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কক্ষে ঢুকে জানান, তিনি জাফর আহমদ পিতা বঙ্কু মিয়া এবং ইয়াসমিন মুস্তফা পিতা মোস্তফা মজুমদার– এই দুই পরীক্ষার্থীর পক্ষে অভিভাবক হিসেবে এসেছেন। তাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কলেজে বিধি অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত কম্পিউটার কেন্দ্র থেকে ভুলবশত তাদের নামে প্রবেশপত্র পাঠানো হয়নি। এ জন্য তাদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য মৌখিক আবেদন জানালে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আবদুর রহিম সরকার ঐ পরীক্ষার্থীদ্বয়ের নামে গুণবতী কলেজ কেন্দ্রের প্রবেশপত্র ইস্যু করেন। কিন্তু পরীক্ষার শেষের দিকে খোঁজ নিয়ে দেখা যায় ঐ দুই পরীক্ষার্থী আদৌ এন্ট্রি ফরম পূরণ করেনি। পরীক্ষার ফিসও জমা দেয়নি। তদন্ত প্রতিবেদনে এ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় পরীক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট কলেজ বা কেন্দ্রের কোন আবেদন ছাড়াই বহিরাগত কোন ব্যক্তির কথার ওপর নির্ভর করে প্রবেশপত্র ইস্যুর ঘটনা কুমিল্লা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের অব্যবস্থাপনার করুণ চিত্র ফুঠে ওঠে।